22 January 2026

ইমামে আযমের আলোচনা

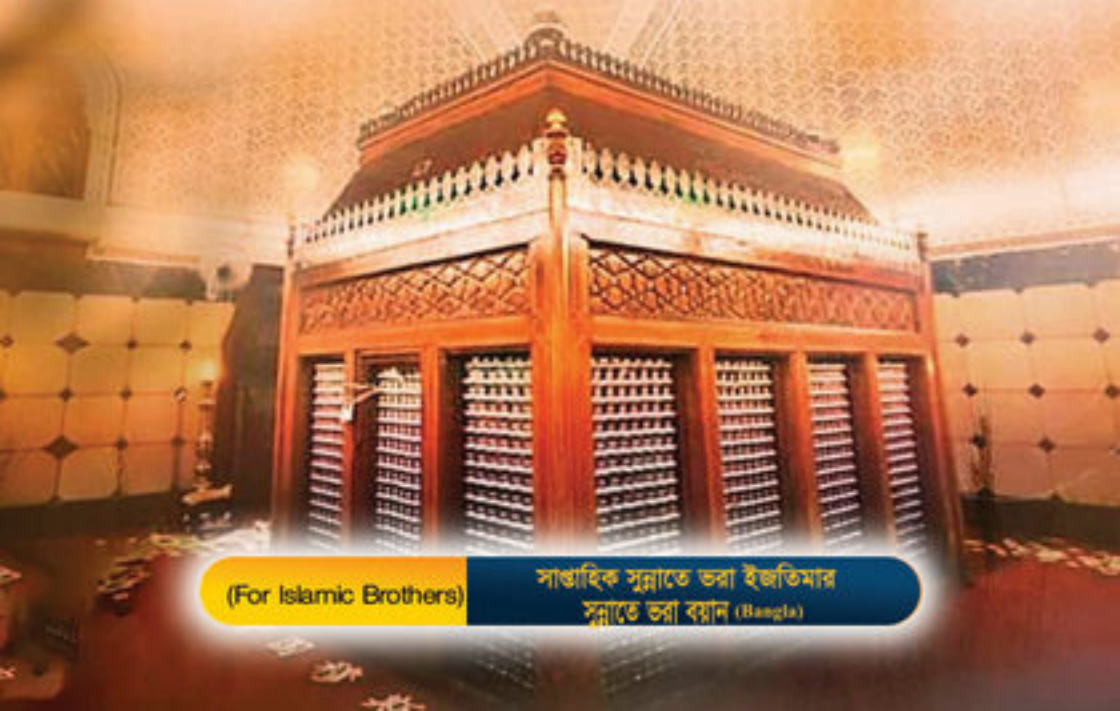

(For Islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান (Bangla)

ইমামে আযমের আলোচনা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদে পাকের ফযীলত 4
বয়ান শোনার নিয়্যত 5
প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ইমামে আযমের মর্যাদা..... 6
ইমামে আযমের জীবনী ও পরিচিতি 8
ইমামে আযমের একটি বিশেষত্ব..... 9
সাহাবা ও তাবেয়ীদের শান..... 10
তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি..... 11
ফতোয়া প্রদানে দক্ষতা 13
ইলম ও আমলের মূর্ত প্রতীক 15
রাত-দিন নফল নামায ও নিয়মিত রোযা পালন..... 16
ইমামে আযমের ইবাদতের রুটিন..... 17
ইমামে আযমের যুহুদ ও তাকওয়া..... 21
৫ নাম্বার নেক আমলের প্রতি উৎসাহ..... 22
ডান হাতে লেনদেন করার মাদানী ফুল..... 23
ঘোষণা..... 24
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 25
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 25
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 25
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 26
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 26

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 26
(৬) দরূদে শাফায়াত: 27
(১) এক হাজার দিনের নেকী 27
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 27
ডান হাতে লেনদেনের অবশিষ্ট মাদানী ফুল 28
উপহার গ্রহণ করার সময়ের দোয়া 28
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 29
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 31
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 32
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 33
মাসিক ৪টি নেক আমল 33
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 33
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 34

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদে পাকের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ مِاءَةَ مَرَّةٍ قَضَى اللّٰهُ لَهُ مِاءَةَ حَاجَةٍ سَبْعِيْنَ مِنْهَا لِاٰخِرَتِهٖ وَ ثَلَاثِيْنَ مِنْهَا لِدُنْيَاهُ অর্থাৎ যে

ব্যক্তি প্রতিদিন আমার প্রতি ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার ১০০টি চাহিদা পূরণ করবেন; যার মধ্যে ৭০টি আখিরাতের এবং ৩০টি দুনিয়ার হবে। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/২৫৫, হাদীস: ২২২৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ২ শাবানুল মুয়াজ্জাম ইমামে আযম আবু হানীফা নোমান বিন সাবিত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওরস মোবারক। এই উপলক্ষে আজকের বয়ানে আমরা তাঁর শান ও মহত্ব, ইবাদতের রুটিন, উত্তম গুণাবলী এবং তাঁর দ্বীনি খেদমত সম্পর্কে শুনব। হায়! যেন পুরো বয়ান

ভাল ভাল নিয়ত ও পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শোনার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যায়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইমামে আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইসলামের সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যিনি মুসলমানদের জন্য আল্লাহ পাকের এক বিরাট নেয়ামত। আল্লাহ পাক ইমামে আযমকে ইলমের ময়দানে এমন উচ্চ মর্যাদা ও অসাধারণ দক্ষতা দান করেছেন যে, কেবল কোটি কোটি মুসলমানই তাঁর অনুসরণ করে তাঁর ইলমের ফয়েয দ্বারা সিক্ত হচ্ছে না, বরং হাজার হাজার আলেম, মুফতি এবং ওলীয়ে কামেলগণও رَحِمَهُمُ الله তাঁর অনুসরণ করাকে নিজের জন্য গৌরবের বিষয় মনে করেন। আসুন! প্রথমে ইমামে আযমের শান ও মহত্ব এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে তাঁর শান ও মর্যাদা সম্পর্কে একটি ঘটনা শুনি:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ইমামে আযমের মর্যাদা

দাতা গঞ্জেবখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইমামে আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি বিশেষ ভক্তি পোষণ করতেন। দাতা সাহেব বর্ণনা করেন: একদিন আমি সফররত অবস্থায় সিরিয়ায় মুয়াজ্জিনে রাসূল হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাযার শরীফে উপস্থিত হলাম। সেখানে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেলোম এবং আমি স্বপ্নে নিজেকে মক্কা শরীফে দেখতে পেলাম। দেখলাম যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বনী শায়বা গোত্রের দরজায় অবস্থান করছেন এবং এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে ছোট বাচ্চার মতো কোলে তুলে নিয়েছেন। আমি ব্যাকুল হয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম এবং মোবারক কদম চুম্বন করলাম। মনে মনে অবাক হচ্ছিলাম যে, এই বৃদ্ধ

ব্যক্তিটি কে? অদৃশ্যের জ্ঞাতা আক্বা, মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার মনের অবস্থা জেনে নিলেন এবং আমাকে সম্বোধন করে বললেন: ইনি হলেন আবু হানীফা এবং তোমার ইমাম।

দাতা সাহেব এই স্বপ্ন বর্ণনা করার পর বলেন: এতে আমি বুঝতে পারলাম যে, ইমামে আযম সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদের গুণাবলী শরীয়তের স্থায়ী বিধানের মতো সুদৃঢ়। একারণেই নবী করীম, রউফুর রহিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে এত ভালবাসেন। **(কাশফুল মাহজুব, পৃ: ১০১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে যেমন আমরা ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মহত্ব ও শান জানতে পারলাম, তেমনি এটাও জানতে পারলাম! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দানক্রমে অন্তরের অবস্থা সম্পর্কেও অবগত। তাই তো স্বপ্নে দাতা গঞ্জেবখশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অন্তরে উদিত হওয়া প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ইরশাদ করলেন: "ইনি হলেন আবু হানীফা এবং তোমার ইমাম।" এটা তো ছিল স্বপ্ন, তিনি তো আল্লাহ পাকের দানক্রমে তাঁর জাহেরী হায়াতেও অনেকবার অদৃশ্যের সংবাদ ইরশাদ করেছেন।

এই ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল! বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এর মাযারে হাজিরী দেওয়া আমাদের পূর্বসূরীদের পদ্ধতি। যেমনটি দাতা সাহেব হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাযার মুবারকে হাজিরী দিয়েছেন, তবে এতে শরয়ী আদব বজায় রাখা জরুরী। আরও জানা গেল, নেককার মুমিনদের রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত হয়ে থাকে এবং তিনি

স্বপ্নে শিক্ষাও দিয়ে থাকেন। এটাও জানা গেলো! স্বপ্নে দেখা বিষয়ের তাবীর (তথা ব্যাখ্যা) ভিন্ন হতে পারে, যেমনটি দাতা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বপ্নে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোলে ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দেখার তাবীর করেছেন তাঁর শরীয়তের উপর অটল থাকা এবং ভুল থেকে সংরক্ষিত থাকা হিসেবে। এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মর্যাদা খুবই উচ্চ পর্যায়ে। আসুন! তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শুনি:

ইমামে আযমের জীবনী ও পরিচিতি

ইমামে আযম আবু হানীফার নাম হলো "নোমান", সম্মানিত পিতার নাম "সাবিত" এবং কুনিয়াত (উপনাম) "আবু হানীফা"। ✯ তিনি ৭০ হিজরীতে ইরাকের বিখ্যাত শহর "কুফা"য় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮০ বছর বয়সে ১৫০ হিজরীর ২ শাবানুল মুয়াজ্জাম ইন্তেকাল করেন। ✯ আজও বাগদাদ শরীফে তাঁর মাযার শরীফ বিদ্যমান। **(অশ্রুর বারিধারা, পৃষ্ঠা: ৬)** ✯ আল্লামা শুয়াইব হারিফিশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সম্পর্কে বলেন: ✯ ইমামে আযমের সৌভাগ্য মণ্ডিত জন্ম সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মুবারক যুগে হয়েছিল এবং তাবেয়ীদের যুগে তিনি মহান মুফতি হয়ে যান। ✯ তিনি সুন্দর চেহারার অধিকারী, পরিষ্কার পোশাকধারী, উত্তম সুগন্ধি ব্যবহারকারী, অত্যন্ত দানশীল এবং তাঁর ভাইদের সাহায্যকারী ছিলেন। ✯ তিনি অনেক বড় আবেদ ও যাহেদ, আল্লাহ পাকের মারিফাত এবং তাঁর ভয়ে ভীতু, নিজের ইলম দ্বারা সর্বদা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী ছিলেন এবং বিনয় ও নম্রতার প্রতিবিম্ব ছিলেন। ✯ তিনি ছাত্র ও আলেমদের প্রতি সদাচরণ, সর্বসাধারণের প্রতি সদয় এবং গরিব ও মিসকীনদের আর্থিক সাহায্যকারী ছিলেন। তিনি দয়ালু

ও মেহেরবান এবং অভিজ্ঞ ওস্তাদ, স্নেহময় পিতা ও আদর্শ প্রতিবেশী ছিলেন। যিনি কাউকেও কষ্ট দিতেন না, ঋণ গ্রহীতাকে ক্ষমাকারী, নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী এবং খারাপ কাজ থেকে বারণকারী, সত্যের উপর অটল, প্রত্যেকের সাথে ন্যায় আচরণকারী এবং যে তাঁকে কষ্ট দিতো তাকে ক্ষমাকারী ছিলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমামে আযমের একটি বিশেষত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অসংখ্য বৈশিষ্টের পাশাপাশি একটি বড় বৈশিষ্ট্য এটাও ছিলো যে, তিনি তাবেয়ী ছিলেন। তাবেয়ী ওই মনিষীকে বলা হয়, যিনি ঈমানের অবস্থায় কোনো সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ঈমানের সাথেই মৃত্যুবরণ করেছেন। **(শরহে নাখবাতুল ফিকির, পৃষ্ঠা: ১৩)** তাবেয়ীগণ হলেন ওই মুবারক ব্যক্তিত্ব যারা মুসলমানদের প্রকৃত পথপ্রদর্শক হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। ✯ যদি তাঁদের সন্ধান করা হয়, তবে তাঁদের ইলম ও ফযীলতের ভাণ্ডারে, হাদীসে করীমার কিতাবে, কুরআনুল করীমের তাফসীরে, উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির মাঝে, কথা ও কাজের বীর সেনানীদের মাঝে, বাতিলের সামনে দৃঢ়ভাবে মোকাবিলাকারীদের মাঝে, শরীয়ত ও তরিকতের দীপ্তিতে এবং দ্বীনি ইলমের অশ্বারোহীদের মাঝে পাওয়া যাবে।

মনে রাখবেন! আমাদের নিজেদের ইলম ও আমলে উন্নতি আনার জন্য এবং ইলম ও আমলকে সুন্দর করার জন্য যেই নূরের আয়নার প্রয়োজন, সেই নূরের আয়না হলেন তাবেয়ীনে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن;

কেননা তাঁদের নিকট ইসলামের নূর মাত্র একটি মধ্যস্থতায় পৌঁছেছে। অতঃপর এই যে, তাঁদের যুগকে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র যবান থেকে "সর্বোত্তম যুগ" হওয়ার সনদ অর্জিত হয়েছে, যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: اِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ অর্থাৎ নিশ্চয়ই সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, তারপর তাঁদের যুগ যারা এর পরে আসবে, তারপর তাঁদের যুগ যারা তাঁদের পরে আসবে।

(মুসলিম, কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবা, পৃষ্ঠা: ১০৫৩, হাদীস: ৬৪৭৫)

সাহাবা ও তাবেয়ীদের শান

এই হাদীসে পাকে সবার আগে দ্বারা সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان উদ্দেশ্য, যারা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগে ছিলেন। অতঃপর তাবেয়ীন رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن উদ্দেশ্য, যারা সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর যুগে ছিলেন এবং এরপর তবে তাবেয়ীন رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن উদ্দেশ্য, যারা তাবেয়ীনের যুগে ছিলেন। এর মাধ্যমে তাবেয়ীনের رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن মহত্ত্বও স্পষ্ট বোঝা যায়। মনে রাখবেন! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর পর ✯ তাবেয়ীগণই ওই মুবারক ব্যক্তিত্ব, যারা নিজেদের চরিত্র ও আচরণের মাধ্যমে ইসলামকে দূর-দূরান্তে পৌঁছে দিয়েছেন, ইলমে দ্বীন প্রচার করেছেন, সত্যের জয়ের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছেন, মানুষের ইমামতের হক যথাযথভাবে আদায় করেছেন। এই তাবেয়ীদের মধ্যেই আমাদের ইমামে আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِও রয়েছেন। ইমামে আযম রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৭ জন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। ইমামে আযম সেই সাহাবায়ে কিরামের নামও বর্ণনা করেছেন, যাঁদের মধ্যে আনাস বিন

মালিক, জাবির বিন আব্দুল্লাহ, মাকাল বিন ইয়াসার এবং ওয়াসিলা বিন আসকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। **(তবীয়ুস সহীফা, পৃ:৬১)** আসুন! ইমামে আযমের ইলমী মর্যাদা সম্পর্কে শুনি:

তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি

ইমামে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ মুহাদ্দিস ও ফকীহ হওয়ার পাশাপাশি অসংখ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের ইমাম ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এমন অনেক মাসআলার উল্লেখও পাওয়া যায়, যা বড় বড় মুহাদ্দিসগণ (অর্থাৎ হাদীসের জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তি) সমাধান করতে পারেননি, কিন্তু তিনি আল্লাহ পাকের দেওয়া মেধা দিয়ে সেগুলো তৎক্ষণাৎ সমাধান করে দিয়েছেন। যখন সেই সময়ের বড় বড় উলামা ও মুফতিয়ানে কিরাম তাঁর ফতোয়া দেখতেন, তখন তারা অবাক হয়ে যেতেন এবং তারা অকপটে বলতে বাধ্য হতেন যে, জ্ঞানের যে শহরে ইমামে আযম আবু হানীফা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ উপস্থিত রয়েছেন, আমরা তার দরজা পর্যন্তও পৌঁছাতে পারি না। আসুন! ইমামে আযম সম্পর্কে পাঁচজন মহান মনিষীর উক্তি শুনি:

১. আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মতো মহান মুহাদ্দিস, যিনি ইলমে হাদীসের আমীরুল মুমিনীনও ছিলেন এবং হযরত ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর উস্তাদও, তিনি বলেন: আমি ইমামে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান কোনো ব্যক্তি দেখিনি।

২. একবার বিখ্যাত আব্বাসী খলিফা হারুন রশিদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নিকট ইমামে আযম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর আলোচনা করা হলে তিনি ইমামে আযমের জন্য রহমতের দোয়া করেন এবং বলেন: তিনি তাঁর বুদ্ধির চোখে

এমন কিছু দেখতেন, যা অন্যরা তাদের মাথার চোখ দিয়েও দেখতে পেত না।

৩. আলী বিন আসেম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যদি ইমামে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জ্ঞানের অর্ধেক পৃথিবীবাসীর জ্ঞানের সাথে তুলনা করা হয়, তবে তাঁর জ্ঞানই জয়ী হবে।

৪. ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তো এটাও বলেছেন যে: ইমামে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর চেয়ে বেশি জ্ঞানী কাউকে কোনো মা জন্মই দেয়নি। **(আল খাইরাতিল হিসান, পৃ: ৬১-৬২)**

৫. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এই যে হাদীসে পাক রয়েছে: لَوۡ كَانَ الۡعِلۡمُ بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِّنۡ اَبۡنَاءِ فَارَسَ অর্থাৎ যদি জ্ঞান সুরাইয়া নক্ষত্রের কাছেও থাকতো, তবে পারস্যের এক ব্যক্তি অবশ্যই তা অর্জন করে নিত। তিনি বলেন: এই হাদীসে পাকের দৃষ্টান্ত নিশ্চিতভাবে ইমামে আযম আবু হানীফাই رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ। **(তবীয়ীযুস সহীফা, পৃ: ৫৯)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, সমসাময়িক বড় বড় ওলামা, ইমাম, মুফতি এবং বাদশাহগণ আমাদের ইমামে আযম আবু হানীফা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জ্ঞানের শান ও শওকত এবং তাঁর অসাধারণ মেধার কথা বর্ণনা করছেন। এই কারণেই হযরত ইমামে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইসলামী ফিকহের যে মূলনীতি ও আইনসমূহ সাজিয়েছেন, তা অধিকাংশ ওলামায়ে কিরাম শুধু গ্রহণই করেননি বরং হানাফী ফিকহের উপর আমল করাকে নিজেদের সৌভাগ্য মনে করেছেন। অসংখ্য আউলিয়ায়ে কিরাম

رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام তাঁর মাযহাব অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করেছেন, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অগণিত বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম তাঁর মূলনীতি অনুযায়ী মাসআলার ব্যাখ্যা করেছেন এবং শরয়ী মাসআলার বিষয়ে তাঁরই অনুসরণ করেছেন। আসুন! তাঁর মেধা ও জ্ঞানের যোগ্যতা সম্পর্কে তিনটি ঈমানদীপ্ত ঘটনা শুনি।

ফতোয়া প্রদানে দক্ষতা

(১) এক ব্যক্তি শপথ করলো: সে কখনো ডিম (Egg) খাবে না। কিছু সময় পর সেই ব্যক্তি আবার শপথ করলো যে, অমুক ব্যক্তির আস্তিনে (Sleeve) যা আছে সে তা অবশ্যই খাবে। দেখা গেল তার আস্তিনে একটি ডিম ছিল। এখন সেই ব্যক্তির জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়াল যে, যদি সে ডিমটি খেয়ে নেয় তবে প্রথম শপথ ভেঙে যাবে, আর যদি না খায় তবে দ্বিতীয় শপথ ভেঙে যাবে। সে খুব চিন্তিত হয়ে ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সমস্যাটি আরয করল। ইমামে আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই; এই ডিমটি একটি মুরগির নিচে রেখে দাও। যখন তা থেকে বাচ্চা ফুটবে, তখন সেই বাচ্চাটি ভুনা করে বা রান্না করে খেয়ে নাও। এতে তোমার কোনো শপথই ভাঙবে না। **(আল খাইরাতিল হিসান, পৃ: ৭৬)**

(২) একবার ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এক প্রতিবেশীর ময়ূর (Peacock) চুরি হয়ে গেল। সে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি জানাল। তিনি বললেন: তুমি চুপ থাকো। যখন তিনি মসজিদে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং মানুষ নামাযের জন্য জড়ো হলো, তখন তিনি বললেন: সেই ব্যক্তির কি লজ্জা হয় না, যে নিজের প্রতিবেশীর ময়ূর চুরি করে এমন

অবস্থায় নামায পড়তে আসে, যে তার মাথায় ময়ূরের পালক লেগে থাকে! এটি শুনে এক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ নিজের মাথায় হাত বুলাল। তিনি তার দিকে ফিরে বললেন: তুমি তোমার সাথীর ময়ূর তাকে ফিরিয়ে দাও। অতএব সে মালিককে তার ময়ূর ফিরিয়ে দিল। **(আল খাইরাতিল হিসান, পৃ: ৭৪)**

(৩) একবার ইমাম আ'মাশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর স্ত্রীকে বললেন: যদি তুমি আমাকে আটা শেষ হওয়ার কথা মুখে বলে বা লিখে বা ইশারার মাধ্যমে জানাও, অথবা অন্য কারো মাধ্যমে আটা শেষ হওয়ার কথা বলাও, কিংবা কারো সামনে এই উদ্দেশ্যে আটা শেষ হওয়ার কথা উল্লেখ করো, যাতে সে আমাকে জানিয়ে দেয়, তবে তোমাকে তালাক। এটি শুনে ইমাম আ'মাশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর স্ত্রী খুব চিন্তিত হলেন যে, এখন আমি কী করব? আটা শেষ হলে যদি না জানাই তবে সেটিও কষ্টের বিষয়, আর যদি জানিয়ে দিই তবে বড় বিপদে পড়ে যাব। কেউ তাকে পরামর্শ দিল: তোমাকে এই সমস্যা থেকে কেবল ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِই উদ্ধার করতে পারেন। অতঃপর ইমাম আ'মাশ এর স্ত্রী ইমামে আযমের নিকট এলেন এবং সব কথা বলে এই সমস্যার সমাধান চাইলেন। ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: এতে সমস্যা কী? এই সমস্যার সমাধান তো অত্যন্ত সহজ। আর তা হলো; যখন আ'মাশ ঘুমিয়ে পড়বে, তখন তুমি আটার থলিটি তাঁর কাপড়ের সাথে বেঁধে দিও। ঘুম থেকে জেগে তিনি নিজেই আটা শেষ হওয়ার কথা জানতে পারবেন। এটি শুনে ইমাম আ'মাশের স্ত্রীর চিন্তা পুরোপুরি দূর হয়ে গেল এবং তিনি খুব খুশি হলেন।

(মানাকিবুল ইমামিল আযম আবি হানীফা লিল মুয়াফফাক, ১/১৫৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللّٰه! আপনারা শুনলেন যে, আমাদের ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কত মেধাবী ছিলেন এবং কীভাবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মানুষের সমস্যার সমাধান করে দিতেন। আর সেই সময়ের মানুষও কিরূপ সজ্ঞান ছিলেন যে, তাদের কোনো চিন্তা বা কষ্ট হলে কিংবা কোনো মাসআলা জানার প্রয়োজন হলে তারা ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তা সমাধানের চেষ্টা করতেন। আমাদেরও উচিত যখনই কোনো শরয়ী মাসআলার সম্মুখীন হই, তখন আমরা যেন দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত বা যেকোনো আশিকে রাসূল মুফতি সাহেবের কাছ থেকে শরয়ী নির্দেশনা গ্রহণ করি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইলম ও আমলের মূর্ত প্রতীক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ✯ নিঃসন্দেহে ইবাদত ও রিয়াযত এবং অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ের মাটি নরম হয় ✯ অন্তর নূরে আলোকিত হয় ✯ আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভ হয় ✯ আল্লাহ পাকের নৈকট্য পাওয়া যায় ✯ তাঁর দরবারে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ✯ চেহারায় নূর প্রকাশ পায় ✯ আল্লাহ পাক ইবাদতকারীদের ভালোবাসেন ✯ ফেরেশতারা তাদের প্রশংসা করেন ✯ মানুষ সুন্দর বাক্য দ্বারা তাদের আলোচনা করে ✯ তাদেরকে নেককার মনে করে তাদের দিয়ে দোয়া করায় ✯ এবং তাদের প্রতি প্রভাবিত হয়ে তাদের কথা মেনে নেয়। আল্লাহ পাক আমাদের ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে অগাধ মেধা ও সুমহান ইলমের পাশাপাশি আমলের তৌফিক এবং অসাধারণ তাকওয়া ও পরহেযগারীতাও দান করেছিলেন।

✯ আমাদের ইমামে আযমের দিন কাটত দ্বীনি ইলম প্রচার করে ✯ রাত কাটত আল্লাহ পাকের স্মরণে ✯ রাতে জেগে আল্লাহ পাকের ইবাদত করতেন ✯ আল্লাহ পাকের ভয়ে চোখের পানি ফেলতেন ✯ রাতের কিয়ামে আল্লাহ পাকের কালাম তিলাওয়াত করতেন ✯ রুকুতে তাঁর মহত্ব বর্ণনা করতেন এবং সিজদায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতেন। আসুন! তাঁর ইবাদতের রুটিন সম্পর্কে শুনি।

রাত-দিন নফল নামায ও নিয়মিত রোযা পালন

হযরত মিসআর বিন কিদাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি একজন মহান মুহাদ্দিস এবং ইলমে হাদীসে ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ছাত্রও ছিলেন, তিনি বলেন: আমি ইমামে আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মসজিদে উপস্থিত হলাম। দেখলাম যে, ফজরের নামায আদায়ের পর তিনি যোহর পর্যন্ত মানুষকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিলেন। যোহরের নামাযের পর একইভাবে আসর পর্যন্ত, আসরের পর মাগরিব এবং মাগরিবের পর ইশা পর্যন্ত ইলমে দ্বীনের মজলিস অব্যাহত রাখলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি ইবাদতের জন্য অবসর কখন হন (অর্থাৎ সারাদিন তো দ্বীনি ইলম পড়ালেন, এখন রাতে নিশ্চয়ই আরাম করবেন)। কিন্তু মানুষ চলে যাওয়ার পর তিনি উত্তম পোশাক পরিধান করে বরের মতো প্রস্তুত হয়ে পুনরায় মসজিদে তাশরীফ আনলেন এবং ফজর পর্যন্ত নফল ইবাদত করতে থাকলেন। ফজরের নামাযের আগে বাড়ি গিয়ে পোশাক পরিবর্তন করে ফিরে এলেন এবং জমাআত সহকারে ফজরের নামায আদায়ের পর পুনরায় ইশা পর্যন্ত ইলমে দ্বীন শিখানো ও শিখানোর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখলেন। হযরত মিসআর বিন কিদাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি

ভাবলাম তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে গেছেন, আজ রাতে নিশ্চয়ই আরাম করবেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাতেও একই রুটিন থাকল। এরপর তৃতীয় দিন ও রাতও একইভাবে অতিবাহিত হলো যে, সারাদিন ইলমে দ্বীন শেখাতেন এবং রাতে আল্লাহ পাকের দরবারে নফল নামায আদায় করতেন। আমি অত্যন্ত প্রভাবিত হলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম যে, সারাজীবন তাঁর খেদমতে থাকব। ফলে আমি তাঁর মসজিদেই স্থায়ীভাবে অবস্থান গ্রহণ করলাম। তিনি আরও বলেন: আমি ইমামে আযমকে দিনে কখনো রোযা ছাড়া এবং রাতে কখনো ইবাদত ও নফলের প্রতি উদাসীন দেখিনি। তবে যোহরের আগে তিনি সামান্য সময় কায়লুলা (বিশ্রাম) করতেন। হযরত মিসআর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইমামে আযমের প্রতি এতই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, বাকি জীবন তাঁর দরবারেই কাটিয়ে দেন। এমনকি হযরত ইবনে আবি মুআয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত মিসআর বিন কিদাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইন্তেকাল ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মসজিদে সিজদারত অবস্থায় হয়েছিল।

(মানাকিবে ইমামিল আযম আবি হানীফা লিল মুয়াফফাক, ১/২৩০-২৩১। আল খাইরাতিল হিসান, পৃ: ৫১)

ইমামে আযমের ইবাদতের রুটিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইনি ছিলেন হযরত মিসআর বিন কিদাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, যিনি ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইবাদতের চাক্ষুষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আসুন! এবার তাঁর ইবাদত সম্পর্কে আরও ৫ জন বুযুর্গানে দ্বীনের বাণী শুনি:

১. হযরত হাফস বিন আব্দুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দীর্ঘ ৩০ বছর যাবৎ সারা রাত এক রাকাতে কুরআনুল করীম তিলাওয়াত করতে থাকেন।

২. হযরত আসাদ বিন আমর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৪০ বছর পর্যন্ত ইশার ওযু দিয়ে ফজরের নামায পড়েছেন। যে স্থানে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে, সেই জায়গায় তিনি সাত হাজার (৭০০০) বার কুরআনুল করীম খতম করেছিলেন।

৩. একবার হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সামনে কেউ ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি আপত্তি করলে তিনি বলেন: তুমি কি এমন ব্যক্তির প্রতি আপত্তি করছ, যিনি পঁয়তাল্লিশ (৪৫) বছর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায এক ওযু দিয়ে আদায় করেছেন এবং যিনি এক রাকাতে পুরো কুরআন শরীফ খতম করে নিতেন? এরপর বললেন: আমি ফিকহের যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি, তার পুরোটাই ইমামে আযমের কাছ থেকেই শিখেছি।

৪. হযরত ইমাম আবু ইউসুফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতিদিন দিন ও রাতে একবার করে কুরআন খতম করতেন এবং রমযান মাসে ঈদের দিন পর্যন্ত ৬২ বার কুরআনুল করীম খতম করতেন। (প্রতিদিন দিনে একটি, রাতে একটি, সারা মাসের তারাবিতে একটি এবং ঈদের দিনে একটি)। **(আল খাইরাতিল হিসান, পৃ: ৫০)**

৫. হযরত খারিজাহ বিন মুসআ'ব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কাবা শরীফের ভেতরে চারজন বুযুর্গ কুরআনুল করীম খতম করেছেন। (১) আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ (২) হযরত তামীম দারি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ (৩) হযরত সাঈদ বিন জুবাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এবং (৪) ইমামে আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। **(মানাকিবুল ইমামিল আযম আবি হানীফা লিল মুয়াফফাক, ১/২৩৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আমাদের ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইবাদত, তিলাওয়াত এবং রোযার কী অবস্থা ছিল। তিনি দ্বীনি ইলমের খেদমত এবং আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য তাঁর সম্পূর্ণ সময় কীভাবে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন, তার অনুমান এই বিষয় দ্বারা করা যায় যে, হযরত আবু আল আহওয়াস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বলে দেওয়া হতো যে, আপনি ৩ দিন পর ইন্তেকাল করবেন, তবুও তিনি তাঁর নেক আমলের তালিকায় নতুন কোনো আমল যোগ করতে পারতেন না, কারণ তাঁর কাছে সামান্য সময়ও অতিরিক্ত ছিল না (অর্থাৎ তিনি তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত ইতিপূর্বেই নেক আমলে পূর্ণ করে রেখেছিলেন)। **(আল খাইরাতিল হিসান, পৃ: ৫৩)**

তাঁর সারারাত ইবাদতে মগ্ন থাকার কারণটিও অত্যন্ত চমৎকার এবং আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। আর তা হলো যে, একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন, তখন কেউ তাঁর দিকে ইশারা করে অন্য ব্যক্তিকে বলছিল যে, ইনিই সেই ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি সারারাত ঘুমান না (অর্থাৎ ইবাদতে মগ্ন থাকেন)। এরপর থেকে তিনি সারারাত ইবাদতে কাটাতে শুরু করলেন এবং বললেন: আমি আল্লাহ পাকের প্রতি লজ্জা বোধ করি যে, আমার এমন কোনো ইবাদতের কারণে প্রশংসা করা হোক যা আমি করি না। **(আর রওযুল ফায়েক ফিল মাওয়ায়িয ওয়ার রাকায়েক, মজলিস নং ৩২, পৃ: ১৭০)**

اَللّٰهُ اَكْبَرُ এটি ছিল তাঁর মহান চিন্তাধারা। আল্লাহ পাক যেন আমাদেরও খুব বেশি ইবাদত করার, রমযান মাসের রোযার পাশাপাশি নফল রোযা রাখার এবং কুরআন তিলাওয়াত করার তৌফিক দান করুক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আমাদের ইমাম, ইমামে আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দিনভর ইলমে দ্বীন প্রচারে ব্যস্ত থাকতেন, যা স্বয়ং একটি মহান নেকী এবং সাওয়াবে জারিয়া, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কিরূপ অধিকহারে কুরআন তিলাওয়াত এবং নফল নামায আদায় করতেন।

আমাদেরও উচিত যে, আমরাও যেন ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মতো আদায় করি ✯ আমাদের পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদেরও নামায পড়ার প্রতি উৎসাহিত করি ✯ রাতে জেগে আল্লাহ পাককে স্মরণ করি ✯ তাঁর স্মরণে দীর্ঘশ্বাস ফেলি ✯ অধিকহারে আল্লাহ পাকের যিকির করি ✯ আল্লাহ পাকের ভালবাসায় তাঁর ইবাদত করি ✯ আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি ✯ নিজেদের ভুল-ত্রুটির জন্য অশ্রু বর্ষণ করি ✯ জান্নাতে প্রবেশের দোয়া করি এবং জাহান্নামের আযাব থেকে পানাহ চাই ✯ কুরআন তিলাওয়াত করি ✯ এর অর্থ ও মর্ম বোঝার চেষ্টা করি ✯ এর নূর দ্বারা নিজের অন্তরকে আলোকিত করি ✯ জান্নাতের নেয়ামতসমূহের বর্ণনার সময় আল্লাহ পাকের কাছে তা পাওয়ার দোয়া করি ✯ জাহান্নামের আযাবের হুঁশিয়ারি পড়ে ও শুনে তা থেকে পানাহ চাই ✯ আল্লাহ পাক যে কাজগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করি ✯ যে কাজগুলো থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকি। হায়! আমাদের ভাগ্যেও যেন আল্লাহ ওয়ালাদের খোদাভীতি এবং ইবাদত-বন্দেগীর সামান্য অংশ নসীব হয়ে যায়। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমামে আযমের যুহুদ ও তাকওয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জীবনী সম্পর্কে শুনছিলাম। তাঁর জীবনীর একটি অত্যন্ত চমৎকার দিক হলো খোদাভীতি। ইমাম ইবনে হাজার হাইতামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খোদাভতিতে অশ্রু প্রবাহিত করা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: রাতের বেলা খোদাভীতিতে তাঁর কান্নার আওয়াজ এত উচ্চ হতো যে, প্রতিবেশীরা তা শুনতে পেত এবং তাঁর অবস্থার প্রতি তাদের দয়া হতো। **(আল খায়রাতুল হিসান, পৃ: ৫০)** তিনি আরও বলেন: রাতে যখন তিনি নামায আদায় করতেন, তখন চাটাইয়ের ওপর তাঁর চোখের পানি পড়ার শব্দ বৃষ্টির ফোঁটার মতো আসত। তাঁর কান্নার ছাপ তাঁর চোখ ও গালসমূহে দেখা যেত। **(আল খায়রাতুল হিসান, পৃ: ৫৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জ্ঞান ও আমলের মূর্ত প্রতীক, ইবাদত ও রিয়াযতের অনুসারী এবং খোদাভীতি পোষণ করার পাশাপাশি নিজেকে সব ধরণের ত্রুটি ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন। যেমনটি

হযরত ঈসা বিন ইউনুস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সামনে একবার ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আলোচনা করা হলো, তখন তিনি ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্য কল্যাণের দোয়া করলেন এবং বললেন: ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা থেকে এবং তাঁর হারামকৃত জিনিস থেকে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। **(আল খায়রাতুল হিসান, পৃ: ৫৪)**

একবার আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বললেন: ইমামে আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গীবত থেকে এত দূরে থাকেন যে, আমি তাঁকে কখনো শত্রুর গীবত করতেও শুনিনি। হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আল্লাহ পাকের শপথ! আবু হানীফা এই ব্যাপারে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তিনি এমন কোনো বিষয়কে নিজের নেকীর ওপর চাপিয়ে দেন না, যার কারণে নেকী নষ্ট হয়ে যায়।

(আল খায়রাতুল হিসান, পৃ: ৫৪)

৫ নাম্বার নেক আমলের প্রতি উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইবাদতের স্বাদ পেতে এবং নেক কাজে মন বসাতে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন, যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিন। اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে নেক কাজের ওপর অটল থাকার এবং গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা তৈরি হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর মুরিদদের সংশোধনের জন্য একটি চমৎকার ব্যবস্থা পত্র দিয়েছেন। আপনিও পকেট সাইজের এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করুন, এটি পড়ুন, সেই অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করুন এবং প্রতিদিন নিজের আমলনামা পর্যালোচনা করুন। শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত "৭২ নেক আমল" এর মধ্যে ৫ নাম্বার নেক আমলটি হলো: আপনি কি আজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর অন্তত একবার করে আয়াতুল কুরসি, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা পাঠ করেছেন?

আল্লাহ পাক আমাদের হৃদয়ের কঠোরতা দূর করো, আমাদের অন্তর আলোকিত করো। হায়! যেন নামাযে মন বসে যায়, আহ! যেন ইবাদতের প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমাদের নসীব হয়ে যায়। হায়! যেন আমরা ইবাদতের স্বাদ পেয়ে যাই এবং এর ওপর অটল থাকার তৌফিক পেয়ে যাই। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ডান হাতে লেনদেন করার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! ডান হাতে লেনদেন করার বিষয়ে কয়েকটি মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি বাণী লক্ষ্য করুন: ইরশাদ করেন: তোমাদের প্রত্যেকে যেন ডান হাতে খায়, ডান হাতে পান করে, ডান হাতে নেয় এবং ডান হাতে দেয়; কেননা শয়তান বাম হাতে খায়, বাম হাতে পান করে, বাম হাতে দেয় এবং বাম হাতে নেয়। **(ইবনে মাজাহ, ৪/১২, হাদীস: ৩২৬৬)** ✯ ডান দিকে শুভ লক্ষণ রয়েছে যে, এটি জান্নাতবাসীদের দিক। **(ফয়যুল কদির, ৫/২৬৩, ৪৯৯৫নং হাদীসের পাদটীকা)** ✯ ডান হাতে খাওয়া ও পান করা সুন্নাত। **(খাবারের আদাব, পৃ: ১৩০)** ✯ নেকী লেখক ফেরেশতা ডান দিকে থাকেন, এ কারণে এই দিকটি অধিক মর্যাদাবান। **(মিরআতুল মানাজিহ, ১/২৮৭)** ✯ মাওলানা মুহাম্মদ সরদার আহমদ কাদেরী চিশতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নেওয়া এবং দেওয়ার ক্ষেত্রে ডান হাত ব্যবহার করো। এই অভ্যাস এমন দৃঢ় করো যাতে কাল কিয়ামতের দিন যখন আমলনামা প্রদান করা হবে, তখন এই অভ্যাস অনুযায়ী ডান হাত যেন আগে বেড়ে যায়; তবেই কাজ সফল হবে।

(হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম, পৃ: ৩৭৪)

ঘোষণা

ডান হাতে লেনদেনের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তারবিয়তী হালকায় বর্ণনা করা হবে, অতএব তা জানার জন্য তারবিয়তী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২২ জানুয়ারী ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

ডান হাতে লেনদেনের অবশিষ্ট মাদানী ফুল

ইসলামে ডান অংশকে বরকতময় মনে করা হয়, কিয়ামতে নেককারদের আমলনামাও এই হাতেই দেওয়া হবে। **(মিরআতুল মানাজিহ, ১/২৮৭)** ✯ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর সমস্ত কাজে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। **(বুখারী, ১/৮১, হাদীস: ১৬৮)** ✯ ডান হাতে আহার করুন; বাম হাতে খাওয়া, পান করা, নেওয়া এবং দেওয়া শয়তানের পদ্ধতি। **(খাবারের ইসলামী পদ্ধতি, পৃ: ৮)** ✯ কাউকে পানি পান করানোর সময় জগ সাধারণত ডান হাতে থাকে কিন্তু গ্লাস বাম হাতে থাকে এবং আমরা বাম হাতেই অন্যদের গ্লাস দিই। আর যদি কারো কাছ থেকে জগ ও গ্লাস উভয়টি নিতে হয়, তবে আমরা দুই হাত দিয়ে একসাথে নিয়ে নিই, অথচ এই পদ্ধতিটি ভুল। প্রথমে ডান হাতে জগ নিন, এরপর জগটি বাম হাতে সরিয়ে নিন যাতে ডান হাত খালি হয়, এবার ডান হাত দিয়ে গ্লাসটি গ্রহণ করুন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

উপহার গ্রহণ করার সময়ের দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী "উপহার গ্রহণ করার সময়ের দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। দোয়াটি হলো:

بَارَكَ اللّٰهُ فِيْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ

অনুবাদ: আল্লাহ পাক তোমার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন। **(খযিনায়ে রহমত, পৃ: ৪৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর

আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ الله পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

☆ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ☆ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ☆ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد